জয়দ্রথ বধ নাটক।

অসম্ভব একি হয় দরশন,
ফণি শীরে ভেক নাচিল এখন ;
গরুড়ে জিনিল বায়সেতে হায় !
শিবাকুলে বধে কেশরি তনয় ?
কমল মস্তকে মণ্ডুক চরণ,
এহতে আশ্চর্য্য কি হয় এখন !

শ্রীপরাণচন্দ্র দাস দ্বারা
বিরচিত।

শ্রীরামকানাই দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫৪ নং যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীট

শ্রীরাখালচন্দ্র দাস দ্বারা
সুধাসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত।
সন ১২৮৭ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বাসুদেব	...	দ্বারিকাধিপতি।
যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন ভীম	...	পাণ্ডুর পুত্র।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন	...	ধৃতরাষ্ট্র পুত্র।
জয়দ্রথ	...	সিন্ধুদেশের রাজা।
দ্রোণাচার্য্য	...	অস্ত্র শিক্ষক।

সেনাগণ ইত্যাদি।

কামিনীগণ।

দ্রৌপদী	...	পঞ্চ পাণ্ডবের স্ত্রী।
সুভদ্রা	...	অর্জ্জুনের স্ত্রী।
উত্তরা	...	অভিমন্যুর স্ত্রী।

ইত্যাদি।

জয়দ্রথ বধ নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

রণস্থল।

কৃষ্ণার্জ্জুন আসীন।

বাসুদেব ! কেন মম, কম্পিত হৃদয়।
কেন বা অন্তরে হলো, ভয়ের উদয় ॥
কেনবা শিথিল আজ, শরীর আমার।
কেন বা জড়তা বাক্য, হয় অনিবার ॥
কেন বা শরীর মোর, অবসন্ন প্রায়।
কেন ক্ষণে ক্ষণে মম, অঙ্গ কম্প হয় ॥
কেন বা অনিষ্টা চিন্তা, চিন্তিছে মানস।
ভয়ে ভীত চিত সদা, গণিছে হুতাশ ॥
চারিদিকে অমঙ্গল, হয় দরশন।
হে গোবিন্দ ! কেন হেন, ঘটে অলক্ষণ ॥
বুঝি ধর্ম্মরাজে কোন, বিপদ ঘটেছে।
নতুবা অন্তর কেন, ব্যাকুল হতেছে ॥
বল কৃষ্ণ ! বল বল, একি হলো হায়।
চারি দিকে অমঙ্গল, কেন দেখা যায় ॥
অবশ্য অনর্থ কোন, হয়েছে আমার।
চারি দিকে দেখি খালি, বিপদ সাগর ॥

বিপক্ষে সানন্দ ধ্বনি, করহ শ্রবণ।
অবশ্য হয়েছে কোন, বিপদ ঘটন ॥

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! তুমি কেন বৃথা চিন্তাকে অন্তরে স্থান দিচ্ছ, আমি নিশ্চয়ই বল্‌ছি, ধর্ম্মরাজ অবশ্যই এ ভারত সমরে জয়লাভ করবেন, তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তাকে অন্তর হতে দূরীভূত কর।

অর্জ্জু। মহামতি! আপনি যা বলছেন, তা সকলই সত্য, কিন্তু অকস্মাৎ আমার এরূপ মনোবিকার হবার কারণ কি? সখা! তুমিই বল দেখি? বিনা পবনবেগে কি শাখি শাখা কখন আন্দোলিত হয়। আমি বেশ বলতে পারি, অবশ্য আমাদের কোন বিষম অনর্থপাত হয়ে থাক্‌বে, নতুবা আমার অন্তর চঞ্চলিত হবে কেন?

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! তুমি কেন বৃথা ব্যাকুল হচ্ছো, এ যুদ্ধে যে, মহাত্মা যুধিষ্ঠির জয়লাভ করবেন তার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। চল, এখন শিবিরে গমন করা যাক্।

অর্জ্জু। (কিয়দ্দুর গমন পূর্ব্বক)

দেখ কৃষ্ণ! নিরানন্দ, হতেছে দর্শন।
হীন দীপ্ত শিবির যে, কর নিরীক্ষণ ॥
নাহি আভা হীন শোভা, দেখি যে সকল।
যেমন নিরব ভাব, মেরু হিমাচল ॥
সেই রূপ মৌন ভাব, যত সেনাচয়।
আর সুমঙ্গল বাদ্য, শ্রুত নাহি হয় ॥
দুন্দুভি পটহ শব্দ, কেননা হতেছে।
কেননা বিজয় ঘণ্টা, এখন বাজিছে ॥

কহ দেব ! কি কারণ, এরূপ হইল।
কেন অকস্মাৎ মম, চক্ষে জল এল ॥
ভাবিয়া না পাই কিছু, ইহার উপায়।
কহ বাসুদেব আমি, ধরি তব পায় ॥

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন ! আজ তোমার মুখ হতে কেন এরূপ অমঙ্গল সূচক বাক্য নির্গত হচ্ছে। অর্জ্জুন ! তুমি নিশ্চয় যেনো তোমার কোন বিশেষ হানি হবে না, এখন আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়, চল শীঘ্র শিবিরে গমন করি।

অর্জ্জু। বাসুদেব ! আপনি যাই বলেন, কিন্তু আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মান্‌চে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পাণ্ডব শিবির।

সভাসদ ও ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠির আসীন।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জু। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) বীরগণ! আজ তোমরা এরূপ ভাবে অবস্থিতি কচ্ছো কেন? তোমরা সকলেই যেন মলিন ভাবে অবস্থান কচ্ছো, তোমাদের সকলেরই মুখ মণ্ডল প্রভাহীন ও অপ্রসন্ন দৃষ্টি গোচর হচ্ছে, তোমাদের সকলেই যেন শোক সাগরে নিমগ্ন আছ, আজ্ তোমরা কেহই আমার সমাদর কচ্ছো না, আমার প্রাণসম পুত্র অভিমন্যু কোথা? অভিমন্যু ভিন্ন আমি সকলকেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমি শুনেছি, মহাবাহু দ্রোণ চক্রব্যূহ রচনা করেছিলেন। সেই অল্প বয়স্ক যুবা অভিমন্যু ভিন্ন সেই ভয়ঙ্কর ব্যূহ ভেদ, করা আর কারো সাধ্য নহে, কিন্তু আমি তারে ব্যূহ নির্গমনের উপদেশ প্রদান করি নাই। (যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক) আর্য্য! আপনি কি সেই মহা ভয়ঙ্কর ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে অভিমন্যুকে অনুমতি করেছিলেন?

যুধি। (স্বজল নয়নে) ভাই! আমিই তোমার শোকের নিদান! আমিই তোমার অনর্থের মূল।

অর্জ্জু। আর্য্য! আমার সেই মহাবাহু অভিমন্যু কি বিপক্ষ ব্যূহ ভেদ করেছিল? সেই অপারাজিত সিংহ সদৃশ

ভদ্রা তনয় কি বিপক্ষ পক্ষ বিদলিত করে, সমরে নিহত হয়েছে? কোন দুষ্ট কালমোহিত হয়ে, বাসুদেব ভগিনী-পুত্রকে সমরে সংহার কল্লে, সে কি জানেনা যে, এখনও অর্জ্জুন জীবিত আছে?

যুধি। ভাই! আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে, আমি যদি রাজ্য লুব্ধ না হবো, আমি যদি এই ভারত সমরে প্রবৃত্ত না হবো, তবে কেনই বা এরূপ দুর্দ্দৈব ঘটবে।

অর্জ্জু। মহামতি! আপনি বলুন, আমার প্রাণসম প্রিয়-পুত্র কি প্রকারে সমরে নিহত হলো, আমার বোধ হয়, সেই সুকুমারমতি মহাবীর অভিমন্যু আজ ধরাতলে পতিত আছে। হায়! যে বীর সুকোমল শয্যায় শায়িত হয়ে শত শত পুরনারী কর্ত্তৃক উপাসিত হতো, আজ কি না অশিব শিবাগণ সেই শরদিন্দু সদৃশ কলেবর মহাবাহুকে আকর্ষণ কচ্ছে। হায়! যে বীরকে জাগরিত করবার জন্য শত শত বন্দিগণ সুমধুরস্বরে স্তুতি পাঠ করিত, আজ কি না শিবাগণ সম্মিলিত হয়ে, সেই অভিমন্যুর চতুর্দ্দিকে বিকৃত স্বরে চিৎকার কচ্ছে। পূর্ব্বে যে মুখ মণ্ডল সুচিত্র ছত্রচ্ছায়াতে আবৃত হতো, অদ্য নিশ্চয় সেই অভিমন্যুর মুখ ধুলাজালে আচ্ছন্ন হয়েছে। হা পুত্র! হা প্রাণাধিক! আমি তোমাকে বারবার দর্শন করেও পরিতৃপ্ত হতেম না। এখন নিষ্ঠুর কাল, এই হতভাগ্যের নিকট হতে বলপূর্ব্বক তোমাকে অপহরণ কল্লে। হা পুত্র অভিমন্যু! আজ তুমি আপন প্রদীপ্ত প্রভায় পুণ্যাত্মাদিগের আশ্রম সেই মনোহর যমপুরী পরিশোভিত করেছ, আর যম, বরুণ, ইন্দ্রও কুবের তোমাকে প্রিয় অতিথি প্রাপ্ত হয়ে অর্চ্চনা কচ্ছে।

যুধি। ভাই! আর তুমি প্রজ্জ্বলিত হুতাসনে ঘৃতাহুতি দিওনা, একে আমি সেই প্রিয় পুত্র শোকে চতুর্দ্দিক শূন্য-ময় দর্শন কচ্ছি, তাতে আবার তোমার শোক নিনাদ আমার অন্তরকে ব্যথিত কচ্ছে।

অর্জ্জু। ধর্ম্মরাজ! আপনি সত্য করে বলুন, আমার সেই প্রিয়পুত্র কি রূপে সমরে নিহত হলো? সেই মহাবীর পুত্র কি, বিপক্ষ পক্ষকে দলন করেছিল? মহাবীরগণের সহিত যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে কি আমার সাহায্য প্রার্থণা করেছিল? সেই নৃশংস দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতির শরাঘাতে পীড়িত হয়ে কি আমায় ডেকেছিল? আমি বোধ করি, পুত্র অভিমন্যু যখন মহান্‌ বিপদগ্রস্থ হয়েছিল, তখন কতই ক্রন্দন কতই বিলাপ করেছিল। না, তা কখনই হবেনা, যখন আমার ঔরসে, সুভ-দ্রার গর্ব্ভের সন্ততি, আর বাসুদেবের ভাগিনেয়, তখন কোন রূপেই সে আর্ত্তনাদ করিবার পাত্র নহে।

যুধি। ভাই! সে কথা আর আমায় জিজ্ঞাসা করোনা, সেই সমরের কথা মনে হলে, হৃদয় একেবারে শতধা বিভক্ত হয়।

অর্জ্জু। হায়! আমার হৃদয় নিতান্ত বজ্রসারময়, নতুবা এখন সেই প্রিয়পুত্র বিরহে যে বিদীর্ণ হয় নাই, এই আশ্চর্য্য! দুরাত্মারা কি রূপে সেই বালকের উপর এরূপ মর্ম্ম-ভেদী শরনিক্ষেপ করেছিল। হা পুত্র! আজ্‌ তুমি নিশ্চয়ই শোনিতাক্ত কলেবরে সমরক্ষেত্র শোভিত করে আছ। হায়! আজ আমি সুভদ্রাকে কি বলে প্রবোধ দিব। দ্রৌপদীই বা আমাকে কি বলবে? তারা নিশ্চয়ই অভিমন্যুর সহগামী হবে। হায়! সেই বিরাট তনয়া সুকুমারিকে আমি কি করে

শান্ত্বনা করবো। সেই সুকুমারির ক্রন্দন শ্রবণে আমার হৃদয় যদি সহস্র ধা বিভক্ত না হয়, তা হলে আমি জানবো যে, আমার হৃদয় নিতান্ত বজ্রসারময়।

কৃষ্ণ। সখা! এ সময় এরূপ শোকে অভিভূত হওয়া বীরকুলের কর্ত্তব্য নহে।

অর্জ্জু। বাসুদেব! আমি গর্ব্বিত কৌরবগণের সিংহনাদ শ্রবণ করেছি। যুযুৎসু যখন দুষ্টদিগকে তিরস্কার করে, তাও তুমি শুনেছিলে, তখন কেননা আমাকে বল্লে, তা হলে আমি-স্বদলে কৌরবগণকে নিহত কর্ত্তেম। আমি সমস্ত রথিগণকে শরানলে দগ্ধ কর্ত্তেম।

কৃষ্ণ। কেন সখা বৃথা শোকে অচেতন,
কেন কহিতেছ কাতর বচন;
সমরে পড়েছে ভদ্রার কুমার,
স্বর্গ গত আজ সেই বীরবর;
সমরেতে মরে যেই বীরগণ,
সুরলোকে তার নিশ্চয় গমন;
ক্ষত্রকুল রীতি জান ধনঞ্জয়,
সমরে নিধন সেই বীর হয়;
স্বর্গেতে নিবাস জানিবে তাহার,
বীরকুল ইহা বাঞ্ছে অনিবার;
অভিমন্যু পুত্র মহাবলধর,
মহাবীর সনে করিয়ে সমর;
কত যোধগণে নিধন করেছে,
স্ববাঞ্ছিত স্থানে গমন হয়েছে;

অতএব বীর ! শোক পরিহর,
শুন পার্থ তুমি সম্মুখ সমর ;
সনাতন ধর্ম্ম সুধীগণে কয়,
সম্মুখ সমরে, যার মৃত্যু হয় ;
ঐ দেখ আজ তব ভ্রাতৃগণ,
মলিন বদন করি নিরীক্ষণ ;
শোকার্থ তোমারে দেখিয়া যে সবে,
ভগ্ন মনা হয়ে রয়েছে নিরবে ;
ধৈর্য্যধর হও তুমি শান্তমতি,
প্রবোধহ সবে, ওহে যোদ্ধাপতি ;
সমরে সকলে নিধন যে হয়,
এ আর কিছু বেশী কথা নয় ॥

অর্জ্জুন। ওহে কৃষ্ণ একি প্রাণে সহ্য হয়,
সমরে নিধন সুভদ্রা তনয় ?
বীর জন গতি সমরে নিধন,
সত্যমানি দেব তোমার বচন ;
কিন্তু সখা বল একি হতে পারে,
কেশরী সন্তানে শৃগালেতে মারে ;
ফণি শিরে আজ ! ভেকেতে নাচিল,
তোমার ভাগিনে সমরে পড়িল ;
এই শোকে মম দহিছে হৃদয়,
বল কৃষ্ণ ! একি কভু সহ্য হয় ;
শান্তাইব আমি কেমনে ভদ্রায়,
ওহে সখা তুমি কহ সে উপায় ;

দ্রুপদ তনয়ে কি বলে বুঝাব,
পুত্র শোকে সখা জীবন ছাড়িব;
বিরাট তনয়া সেই সুকুমারি,
পতি শোকে সতি, হবে বনচারি;
আত্মঘাতি হবে অনলে পুড়িবে,
জলেতে ডুবিতে কিম্বা বিষ খাবে;
বল কৃষ্ণ! আমি কি করি এখন,
পুত্র শোকে আজ নিশ্চয় মরণ;

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! তুমি বীর পুরুষ হয়ে, সামান্য লোকের মত শোকে এত কাতর হচ্ছো? এ সময় কি তোমার শোকের সময়? এখন শোক পরিত্যাগ কর, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

অর্জ্জুন। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) মহামতি! আমার সেই মহাবাহু ভীমকর্ম্মা পুত্র অভিমন্যু কি প্রকারে নিহত হলো, কোন কোন বীরগণ তাকে নির্দ্দয় রূপে প্রহার করেছে, আপনি সত্য করে বলুন, আমি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই শমন ভবনে প্রেরণ করবো। মহামতি! আপনাদের সমক্ষে অভিমন্যু নিধন হয়েছে ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়? আপনারা সকলেই শস্ত্রপানি ছিলেন, আপনাদের সমক্ষে বজ্রপাণি ইন্দ্রও সমাগত হয়ে যুদ্ধ করলে, অভিমন্যুকে নিধন কর্ত্তে সমর্থ নহে। হায়! আমি যদি জানতেম যে তোমারা আমার পুত্রকে রক্ষা কর্ত্তে অক্ষম, তা হলে আমিই তাকে রক্ষা কর্ত্তেম। কি আশ্চর্য্য! তোমাদের কি কিছুমাত্র পৌরষত্ব নাই, তোমাদের কি কিছুমাত্র পরাক্রম নাই, তোমাদের কর্ম্মে ধিক! তোমাদের অস্ত্রে ধিক! তোমরা যখন পুত্র অভিমন্যুকে রক্ষা

কর্ত্তে অসমর্থ, তখন তোমাদের হস্ত কি শরীরের শোভার জন্য, না শত্রুদল দলিত করবার জন্য। হায়! তোমাদেরই বা দোষ কি? সকলি আমারই দোষ, নতুবা আমিই কেন, স্থানান্তরে গমন করবো।

যুধি। ভাই! তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই, যত দোষ সকলি আমার, যদি আমি রাজ্য লোভী না হবো, যদি আমি এই মহান সমর সাগরে অবতরণ না করবো, তবে কেন এরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে।

অর্জ্জু। (অসি গ্রহণ পূর্ব্বক) কি? দুষ্ট কৌরবদল! আজ তোরা স্বদলে নির্ম্মূল হবি, আজ, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, আদি মহাবীরগণ সকলেই আমার অসি মুখে নিপতিত হবে, আজ আমি এই সসাগরা ধরাকে জলধি জলে নিলগ্ন করবো, আজ হয় কৌরব নাম পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হবে, নয় অর্জ্জুন নাম একেবারে উঠে যাবে।

যুধি। ভাই! স্থির হও, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, কৌরবগণ যে অন্যায় যুদ্ধ করবে, তা যদি জান্‌তেম, তা হলে কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেম, ভাই বলব কি? দুষ্ট জয়দ্রথই অভিমন্যুর বিনাশের একমাত্র কারণ। পাপিষ্ঠ যদি ব্যূহ দ্বার রুদ্ধ না করবে, তাহলে পুত্র অভিমন্যু কেনই বা সংহার হবে।

অর্জ্জু। কি,—দুষ্ট জয়দ্রথ কি, সব ভুলে গেছে, সে কি কিছুই জানে না। হা পুত্র অভিমন্যু!

(মুর্চ্ছা ও পতন।

যুধি। (ধরায়ণ পূর্ব্বক) হায়! হায়! কি হলো, এই বার বুঝি সর্ব্বনাশ হলো, (স্বজল নয়নে) হায়! কেন আমি ভারত

যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম; কেন আমি রাজ্য লোভে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে, অসংখ্য প্রাণিবধে প্রবৃত্ত হলেম, কেন আমি নর-শোণিতে ধরণীকে দোষিত কল্লেম।

অর্জ্জু। (চেতন প্রাপ্তে) আর্য্য! আমি নিশ্চয় জানলেম দুষ্ট জয়দ্রথই আমার পুত্র হন্তা। আজ তার কোন মতেই নিস্তার নাই, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, কল্য দুষ্ট জয়দ্রথের বিনাশ সাধন করবোই করবো। দুরন্তের আর কোন মতেই নিস্তার নাই, কল্য জয়দ্রথ নাম পৃথিবী হতে একেবারে বিলুপ্ত হবে, তার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আর্য্য! সিন্ধুপতি যদি প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র গণকে পরিত্যাগ করে, যদি বাসুদেব বা আপনার শরণাগত হয়, তা হলেও তার বিনাশ সাধন হবেই হবে।

যুধি। ভাই ধনঞ্জয়! সেই পাপমতি জয়দ্রথ কর্ত্তৃক যদি ব্যূহদ্বার রক্ষিত না হতো, আর সপ্তরথি যদি অন্যায় সমরে প্রবৃত্ত না হতো, তা হলে কখনই বৎস অভিমন্যু সংহার হতো না।

অর্জ্জু। (সক্রোধে) আর্য্য! আমি পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা করে বলছি, যদি কল্য সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দুষ্ট জয়দ্রথকে সংহার কর্ত্তে না পারি, তা হলে আমি সেইখানে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করব। অসুর, সুর, মনুষ্য, পক্ষী, ভুজঙ্গ পিতৃলোক, রাক্ষস, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, কেহই দুষ্ট জয়দ্রথকে রক্ষা কর্ত্তে সমর্ত্ত হবেনা, সেই দুরাত্মা যদি পৃথিবী, আকাশ, দেবপুর, দৈত্যপুর ও রসাতলে প্রবেশ করে, তা হলেও আমি তাকে নিশ্চয় সংহার করবো।

[শঙ্খ বাদন পূর্ব্বক সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

যুদ্ধ স্থল কুরুশিবির।

দুর্য্যোধন আসীন।

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়। মহারাজ! আজ বড় ভয়ানক বিপদ!

দুর্য্যো। বিপদ আবার কি? বিপদ হতে ত এক প্রকার উদ্ধার হওয়া গেছে।

জয়। মহারাজ! উদ্ধার হওয়া নয়, সেইটী ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

দুর্য্যো। সিন্ধুরাজ! তুমি এত ভীত হচ্ছো কেন, তোমার মনের কথাটাই কি বলনা।

জয়। কুরুপতি! বলবো আর কি? মুখ দে কথা বেরুচ্ছে না, কণ্ঠ শুষ্ক হয়েছে, জিহ্বা রস হীন হয়েছে। মহারাজ বলবো কি, সেই পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কাম পরতন্ত্র ইন্দ্রের ঔরস-জাত দুর্ম্মতি অর্জ্জুন আমার বধার্থি হয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হয়েছে। অতএব মহারাজ! তোমার মঙ্গল হক্, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।

দুর্য্যো। তুমি কেন এত ভীত হচ্ছো, ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞায় তোমার কি হানি হবে।

জয়। কুরুরাজ! ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা কখনই মিথ্যা নহে, সে যখন মণি বিহীন ফণির মত রোষিত হয়েছে, তখন

অবশ্য আমাকে তার হাতে সংহার হতে হবে। মহারাজ! আপনাকে বলবো কি? আমি ধনঞ্জয়ের ভয়ে এরূপ ভীত হয়েছি, তা বল্‌তে পারিনে, যেমন মৃত্যুকালীন শরীর অবসন্ন হয় ঠিক সেইরূপ হয়েছে। অতএব মহারাজ! হয় আমাকে অভয়দান করুণ, নচেৎ আমায় অনুমতি করুণ আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।

না বুঝিয়া আগে, কেন হেন কাজ্,
করিলাম আমি, ওহে মহারাজ;
অন্যায় সমরে, প্রবৃত্ত হইলে,
সপ্তরথি মিলি, কুমারে বধিলে;
এখন বিপদ, ঘটিল যে হায়!
বধিতে প্রতিজ্ঞা, করিল আমায়;
বীর ধনঞ্জয়, সমরে অটল,
তাহারে জিনিতে, কেবা ধরে বল;
তার আগে মোর, নাহিক নিস্তার,
অবশ্যই আমি, হইব সংহার;
ধনঞ্জয় হতে, কে রাখিতে পারে,
হেন বীর আমি, না দেখি সংসারে;
ওহে মহারাজ! দেহ অনুমতি,
আপনার দেশে, যাই শীঘ্রগতি;
তবে যদি মম, থাকে এই প্রাণ,
নতুবা আমার, নাহি পরিত্রাণ;

দুর্য্যো। সিন্ধুপতি ? তুমি কেন ভয় পাচ্ছো, আমরা যদি তোমায় রক্ষা করি, তা হলে, কার সাধ্য তোমায় বিনষ্ট করে। তুমি আমার বাক্যে অনুমোদন কর, আমরা সকলে একত্রিত হয়ে তোমায় রক্ষা করবো। তুমি দুশ্চিন্তা সকল পরিত্যাগ কর।

জয়। মহারাজ! আপনি যাই বলেন, আমার অন্তঃ-করণ কিছুতেই প্রবোধ মান্‌চে না।

দুর্য্যো। সিন্ধুপতি, তুমি নিজে মহাবীর, রথিশ্রেষ্ঠ সৌর্য্যসম্পান্ন হয়ে, কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে ভয় কচ্ছো, আমার সমস্ত সেনা ও সেনাপতিগণ তোমার রক্ষার্থ নিযুক্ত থাক্‌বে।

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।)

দুর্য্যো। গুরুদেব প্রণাম হই।

দ্রোণ। জয়স্ত।

দুর্য্যো। মহামতি ! সিন্ধুরাজ অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে অত্যন্ত ভীত ও কাতর হয়েছেন, অতএব এই সমর স্থান পরিত্যাগ করে, পলায়ণ করতে উদ্যত।

দ্রোণ। সিন্ধুপতি ! তোমার কোন ভয় নাই, তুমি কি জন্য সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ কত্তে বাসনা কচ্ছো, আমি একটী অদ্ভুত ব্যূহ নির্ব্বাণ করবো, তাতে প্রবেশ করা, কাহারো সাধ্য নহে। সেই ভয়াবহ ব্যূহ ভেদ করা অর্জ্জুন কোন মতেই সমর্থ নহে। তুমি ভয় পরিত্যাগ করে সমরে প্রবৃত্ত হও, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করে পিতৃ পিতামহ পথে অনু-গমন কর, মৃত্যু তোমার পক্ষে ভয়জনক নহে। যদ্যপি তুমি

ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে জীবন ত্যাগ কর, তা হলে মূঢ় মানব গণের দুর্ল্লভ মহাভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া পরম পবিত্র দিব্য লোক সমুদায় জয়লাভ করিবে। সিন্ধুপতি! তুমি ভেবে দেখ দেখি, এই পৃথিবীতে কে চিরজীবি আছে? বৃষ্ণি, ভোজ, কৌরব, পাণ্ডব, অশ্বত্থমা ও আর আর, মানবগণ সকল কেই শমনের আতিত্য গ্রহণ কত্তে হবে।

জয়। আচার্য্য! আপনি যা বলছেন তা সত্য, কিন্তু সেই সব্যসচীর প্রতিজ্ঞা শ্রবণাবধি আমার প্রাণ যে কিপর্য্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে, তা বলতে পারিনে।

দ্রোণ। সিন্ধুপতি! আমি তোমাকে অভয় প্রদান কচ্ছি, অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা হতে তোমায় রক্ষা করবো। তুমি নির্ভয় চিত্তে সমরে প্রবৃত্ত হও।

(দ্রোণাচার্য্যের প্রস্থান।)

জয়। কুরুপতি! ধনঞ্জয় পুত্রঘাতী মনে করে, কল্য আমাকে আক্রমণ করবে। অর্জ্জুন যখন আমার বিনাশের জন্য কৃতনিশ্চয় হয়েছে, তখন তুমি বেশ জেন যে, আমার আর কোনমতে নিস্তার নাই। আর আমাদের সৈন্য মধ্যে এমন কেহ নাই যে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা অন্যথা করে, সৈন্য-গণের কথা দূরে থাক্, কি দেব কি দানব, কি যক্ষ, কি রক্ষ, কি নাগ, কি পিশাচ কেহই তার প্রতিজ্ঞা বিফলে সমর্থ হবে না। অতএব আপনি আমাকে রক্ষা করুণ। দেখ্-বেন যেন অর্জ্জুন আপনাদের মস্তকে পদার্পণ করে লক্ষ্য গ্রহণ কর্ত্তে সমর্থ না হয়, আর যদি আপনারা আমাকে রক্ষা কর্ত্তে না পারেন তবে অনুমতি করুণ আমি সমর-~~বাসনা~~ পরিত্যাগ করে, স্বস্থানে প্রস্থান করি?

দুর্য্যো। (কাতরভাবে) তাই ত!

জয়। কুরুপতি! অর্জ্জুনের সমুখে অস্ত্র গ্রহণ করে, এমন বীর আমাদের কেহই নাই। ধনঞ্জয় যদি গাণ্ডীব ধনু একবার কম্পিত করে, তবে সমস্ত মেদিনী কম্পিত হয়, এমন কি সেই সময় দেবরাজ নিজে তাহার সমুখে যেতে সাহসী হয় না। যে অর্জ্জুন ভগবান শূলপাণির সহ যুদ্ধ করিয়াছে, যে অর্জ্জুন পুরন্দরের আদেশ অনুসারে হিরণ্যপুরবাসী সহস্র দানবের প্রাণ সংহার করেছ, সেই অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা হতে রক্ষা করা কার সাধ্য, তবে যদি মহাবীর দ্রোণ নিজ পুত্রের সহিত সমাবেত হইয়া আমাকে রক্ষা করেন, তবে আমি নিশ্চিন্ত থাকি। নচেৎ আপনার চিন্তা আপনি করি।

দুর্য্যো। সিন্ধুরাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যদি তোমাকে রক্ষার্থে যত্নবান হন, তা হলেত, কোন ভয় থাকবে না?

জয়। তা হলে আর ভয় কি?

দুর্য্যো। তবে চল আচার্য্যের শিবিরে গমন করি?

জয়। চল, তিনি যা বলেন তাই কর্‌ব।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্রৌপদীর শয়ন গৃহ।

দ্রৌপদী আসিনা।

দ্রৌপ। (স্বগত) হা পুত্র অভিমন্যু! আজ তুমি সমর-তরঙ্গে সন্তরণ করিতেছ না? বাপ! তুমি যে আজ্ কৌরব সমরে নিধন হবে তা আমি স্বপ্নেও জানি না, আমি জানি তুই আমার বক্ষেরধন, তোরমত মহাবীর আর কেই নেই। হা বৎস! হা হতভাগিনী পুত্র! আর কি তোকে দেখ্তে পাব না, আর কি তুই মধুর বাক্যে মা বলে আমায় ডাক্‌বি না। হা দগ্ধ হৃদয়! তুই কি নিতান্তই লোহময়, কুমারের অদর্শনে এখনো যে বিদীর্ণ হওান, এই আশ্চর্য্য! হায়! আমি কি হতভাগিনী! আমার জন্যেই ত এই সকল দুর্ঘটনা? বাপ! আজ্ আমি কি করে তোর সেই বদনকমল রণরেণু সমাচ্ছন্ন নিরীক্ষণ করবো। হা পুত্র! আজ্ তুমি সমরে নিধন হয়েছ। আমি কি এ স্বপ্ন দেখ্‌ছি, যার মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন পিতা, ভগবান বাসুদেব যার মামা, সেকি আবার সমরে নিধন হবে? না, আমি এটা কিরূপ দেখ্‌ছি, ওঃ—একি আমি জাগ্রতে স্বপ্ন দেখ্‌চি।

বেগে সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভ। দিদি! কই আমার প্রাণধন,
কই অভিমন্যু হৃদয় রতন,
না দেখে ব্যাকুল হয়েছে জীবন,
কোথায় আমার সে গুণনিধি।

বল দিদি! বল, এখনি বল,
কোথায় কুমার, দেখাবে চল,
না দেখে তায়, আমি সচঞ্চল,
প্রতিবাদি নাকি, হয়েছে বিধি॥

সমরে নাকি, নিধন কুমার,
কৌরবেরা নাকি, করে অনাচার।
সপ্তরথি মিলি, করেছে সংহার,
সমর সাগরে, কুমার ডুবেছে?

পাইয়ে কুমার, মিলি কত জন,
বিষম শরেতে, করেছে নিধন,
অন্যায় সমরে, একি অঘটন,
ধুলি শয্যাপরে কুমার শুয়েছে?

সিংহের শিশুরে, মিলি শিবাদল,
যেমতি প্রহারে, করি মহাবল,
সেই মত নাকি, কৌরব সকল,
তথায় কুমার, করেছে নিধন।

একি অসম্ভব, হয় দরশন,
ভদ্রার কুমার, সমরে নিধন,
অর্জ্জুন জীবিত, রয়েছে যখন,
তার পুত্র আজ, সমরে পতন ॥

ধিক! কুরুকুলে, যত বীরগণে,
ধিক! ধিক! ধিক! যাদব নন্দনে,
ধিক ধিক ধিক, মহাবীরগণে,
একটী বালকে, না পারে রাখিতে।

অভাগা কপালে, এতই জ্বালা,
পুত্র শোকানলে, হৃদয় চঞ্চলা,
কত সহ্য করি, হইয়ে অবলা,
মরেছে কুমার, প্রাণেশ থাকিতে ॥

ভীম মহারণে, ভীম কর্ম্ম যার,
যার ভয়ে কাঁপে, পৃথ্বী ধরাধর,
বিপক্ষ সকল, তৃণ তুল্য তার,
সেই মহাবাহু, জীবিত যখন।

ভাগ্যদোষে আজ, দৈব প্রতিকুল,
সমরেতে বল, যাদের অতুল,
তাদের সুমুখে, প্রাণের পুতুল,
সমর প্রাঙ্গনে, হয়েছে পতন ॥

হায় প্রাণ! তুমি, এখন রয়েছ?
পাষাণ হতেও, কঠিন হয়েছ,
এখন এ দেহে, বিরাজ করিছ,
তো হেন নির্দ্দয়, নাহিক আর।

যেই মন প্রাণ, নয়ন তারা,
ক্ষণেক না হেরে, আমি হই সারা,
নয়নের মণি, হইনু কি হারা,
বিনে অভিমন্যু, সকলি আঁধার ॥

পাণ্ডুকুল শশী, অস্ত গত হলো,
জীবিত অর্জ্জুন, কুমার মরিল,
শিবাকুলে আজ্, সিংহেরে জিনিল,
একি অসম্ভব, সহ্য কভু হয়।

বায়সের গণ, গরুড়ে জিনিল,
জঘন্য মণ্ডুক, এতই বাড়িল,
দ্বিরদ মস্তক, চরণে ঘাতিল,
একি হলো যাহা, হইবার নয় ॥

বীরপুত্র মোর, বীরের নন্দন,
যাদব ভাগিনা, জানে সর্ব্বজন,
কুরুদলে করে, তাহারে নিধন,
এ হতে আশ্চর্য্য, কি আছে আর।

মিলি সাত জন, সুকুমার মতি,
জয়দ্রথ আদি, দ্রোণাচার্য্য রথি,
সমরে কুমারে, করে হেন গতি,
ভারত সমরে, এত অত্যাচার ॥

কুরুকুলে আর, নাহিক নিস্তার,
সমূলে সকলে, হইবে সংহার,
যখন মেরেছে, ভদ্রার কুমার,
তখনি কৌরব গেছে ছারখার ॥

(বক্ষে করাঘাত-পুর্ব্বক)

এ হৃদয় মম, কাঁদিছে যেমন,
বিপক্ষ রমণি, কাঁদিবে তেমন,
কুরুকুল দুষ্ট, হইবে নিধন,
সতির বচন, মিথ্যা না হইবে।

ভারত সমরে, নাহিক নিস্তার,
কৌরব কুলের, হইবে সংহার,
নতুবা কেন রে, এত অত্যাচার,
মরিবে মরিবে, অবশ্য মরিবে॥

(পতন)

দ্রৌপ। (চেতন প্রাপ্ত) ভগিনী! যাদবকুমারি! উঠ, আর কেন? ঢের হয়েছে, আর এ পাপ জীবনে কাজ কি? এ পাষাণ দেহে আবশ্যক কি? চল দুজনে জীবন ত্যাগ করিগে। যখন আমার সেই জীবন সর্ব্বস্ব অভিমন্যু সমরে প্রাণ ত্যাগ করেছে তখন আমাদের বেঁচে থাকায় ফল কি? যখন মহাবীর অর্জ্জুন জীবিত থাক্‌তে, ভীম কর্ম্মা ভীম জীবিত থাক্‌তে সেই যদুকুলপতি যাদব ভাগিনা অন্যায় সমরে নিধন হলো, তখন আমাদের অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। ভগিনি! আর না, চল অনলে প্রবেশ করে সকল যাতনা হতে নিষ্কৃতি হই গে।

বাসুদেবের প্রবেশ।

বাসু। (স্বগত) তাইত, ভগিনী ভদ্রা পুত্রশোকে হতচেতনা হয়ে ধূলাতে পড়ে রয়েছে, পতিপ্রাণা দ্রুপদ কুমারিও

অভিমন্যু শোকে পাগলিনীর ন্যায়, বৎস্য হীনা হরিণীর মত ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ কচ্ছে, আর সুভদ্রাকে প্রবোধ দিচ্ছে। আহা! ঈশ্বরের কি চমৎকার কার্য্য! দ্রৌপদী নিজে শোক-সাগরে মগ্না, আবার শোক-সাগর মগ্না ভদ্রাকে প্রবোধ প্রদান কচ্ছে। আমি কি করেই বা নিকটে যাই, কেমন করেই বা এদের প্রবোধ দিই। যা হক এদের যদি শোকবেগ নিবারণ না করি তা হলে দুষ্টদল সমূলে নির্ম্মুল হওয়া সুকঠিন হবে। (ক্ষণকাল চিন্তা) সুভদ্রা আমার নিতান্ত অভিমানিনী, তাতে আমার প্রতি তার প্রগাঢ় ভক্তি, আমি তাকে কি করে শান্তনা করবো। যা হক্ একবার নিকটে যাই।

সুভ! (বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক) হা নিদারুণ কাল! তোর আমি কি দোষ করে ছিলাম, তুই কি দোষে আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব হরণ কল্লি। তোর মত নিষ্ঠুর আর কে আছে। আমার সবে মাত্র একটি হৃদয় রতন; তাও তোর করাল কবলে প্রবৃষ্ট হলো।

বাসু। ভগিনি! আর কেন? ক্ষান্ত হও, আর কেন বৃথা শোকার্ত্ত হৃদয়ে আর্ত্তনাদ কচ্ছো! শোককে অন্তর হতে দুরিকৃত কর। তুমি অভিমন্যুর জন্য আর শোক কর না। জগতের সমস্ত ভুতগণ কালের বশবর্ত্তী, কাল সকলকেই সংহার করে থাকে।

সুভ। ভাই! আমি সেই পাষাণ ময় কালের কি অপ-রাধ করে ছিলাম যে, সে আমার হৃদয় নিধিকে হরণ কল্লে। আমি মনে২ জান্তেম আমি বীর পত্নী, বাসুদেবের ভগিনী, আমার অহঙ্কারের সীমা নাই, আমি জগতে কাহাকেও ভয়

করি না, কিন্তু জগদীশ্বর আমার সেই অহঙ্কার একেবারে চূর্ণ করেছেন।

বাসু। ভদ্রে! তুমি যে বীর পত্নী, আমার ভগিনী, বীরের মা, তা সকলি সত্য, কিন্তু তোমার পুত্র যে রূপ লোকাতীত কার্য্য করে জীবন ত্যাগ করেছে, তা অন্য কোন বীর, বা কোন মানবেরই সেরূপ ঘটেনা। ক্ষত্রকুল-জাত বীরগণের যে রূপে প্রাণ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য তোমার পুত্র সেই রূপেই প্রাণ ত্যাগ করেছে। অতএব অভিমন্যুর নিমিত্ত আর অনুতাপ করবার আবশ্যক নাই।

সুভ। ভাই! আমি কি করে সেই লোচনানন্দকর বৎস অভিমন্যুর মুখকমল বিস্মৃত হবো, আর কে আমায় মা বলে ডাকবে, আমি কি করে বৎসের মধুমাখা কথা ভুলে যাব। আমি আর এ জীবন রাখব না, তোমারই সম্মুখে এই পাপ জীবন পরিত্যাগ করবো। আমার অভিমন্যু যে পথে গেছে আমিও সেই পথে যাব।

বাসু। ভগিনী মহাবীর মহারণশালী অভিমন্যু ভাগ্য ক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতি লাভ করেছে? তোমার পুত্র বহু সংখ্যক শত্রুকে সমরে নিধন করে, পবিত্র অক্ষয় লোকে গমন করেছে। সাধুগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যে রূপ গতি লাভ করেন, তোমার পুত্র সেই রূপ গতি লাভ করেছে। ভদ্রা! তুমি বীর জননী, বীর পত্নী, বীর নন্দিনী, তুমি বীর বান্ধবা, অতএব কুমারের জন্য তোমার শোক করা কোন মতেই উচিত নয়।

সুভ। তোমার প্রবোধ বাক্যে আমার শোকার্ত্ত হৃদয় কখনই ধৈর্য্য অবলম্বন করবে না। বীর রমণীরা যদিও শোকে

শনে পতিত হয়ে শিবাকুলের সহিত সুখে কালাতিপাত কচ্ছো, একি আমার হৃদয়ে সহ্য হয়? বন্দিগণ সহর্ষে সর্ব্বদা যার স্তুতিপাঠ কত্তো, আজ কি না সেই মহাবাহু পুত্রের নিকট দুরন্ত রাক্ষসগণ ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার কচ্ছে। হা বৎস! পাণ্ডব, বৃষ্ণিও-পাঞ্চালগণ তোমার সহায় থাক্‌তে কে তোমায় অনাথের ন্যায় সংহার কল্লে। হা পুত্র! আমি তোমাকে দর্শন করে তৃপ্তি লাভ কর্ত্তে পারি নাই, অতএব তোমার চন্দ্রবদন দেখাবার জন্য আজ আমি নিশ্চয় কৃতান্ত ভবনে গমন করবো। বাপ! আর কখন তোমার সেই অকলঙ্ক চাঁদমুখ দেখ্‌তে পাব না। ভীমসেন! তোমাকেও ধিক! ধনঞ্জয়! তোমার বাহুবলে ধিক! হায়! কুমার যখন যুদ্ধে গমন কল্লে এরা কেহ পুত্রকে রক্ষা কর্ত্তে সমর্থ হলো না। হায়! আজ আমি সেই সুকুমারমতি কুমারকে দর্শন না করে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারময় দেখছি। হা বৎস অভিমন্যু! তুমি ধনঞ্জয়ের পুত্র, কেশবের ভাগিনা, নিজে মহাবীর! তুমি সমরে নিহত হলে, আজ কি রূপে তা নিরীক্ষণ করি। হা কুমার! তুমি আজ স্বপ্ন প্রাপ্ত ধনের মত দৃষ্ট হয়ে বিনষ্ট হলে। হায়! এখন জাস্তে পাল্লেম মানবগণের সমস্ত দ্রব্যই জলবিম্বের ন্যায় অনিত্য। আমি সকলেই সহ্য কর্ত্তে পারবো, কিন্তু তোমার সেই নবীনা ভার্য্যা মনোবেদনায় অস্থির হলে আমি কি করে তাকে শান্তনা করবো।

দ্রৌপ। (বাসুদেবের প্রতি) দিনবন্ধু! অনাথনাথ! আমার অভিমন্যু কোথা? আমি আগে যদি জান্তেম আমার কপালে এরূপ অমঙ্গল ঘটবে, তা হলে কি আর কুমারকে চক্ষের আড়াল কর্ত্তেম। দয়াময়! তোমাতে না কি আমার

সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাই আমি অভিমন্যু হারিইছি। হা বৎস! কোথায় তুমি ? আমি এখনি তোমার অনুগমন করবো।

বাসু। সখি! তুমি যা বলছো তা সকলি সত্য, কিন্তু ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে অভিমন্যু পরমগতি লাভ করেছে। আমি ইচ্ছা করি আমাদের বংশজাত সকলেই যেন এইরূপ গতি লাভ করেন, আর বীরপুরুষগণের কর্ত্তব্য সমরাঙ্গনে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া ? দ্রুপদকুমারি! আমি মুক্ত কণ্ঠে বল্‌ছি, যিনি ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি যেন সন্মুখ সংগ্রামে জীবন ত্যাগ করেন।

দ্রৌপ। দিননাথ! তুমি আমার দুঃখ নিবারণের উপায়, তোমা হতে অপার দুঃখ সাগর হতে উদ্ধার হয়েছি। কিন্তু নাথ! এখন আর আমার বেঁচে কি ফল ? এতদিনে জানলেম যে বাসুদেব আমার প্রতি প্রতিকুল, তা না হলে সেই পাপমতি জয়দ্রথ কি আমার পুত্রকে বিনষ্ট কর্ত্তে পারে। একটা সামান্য বালককে কি না সাতজন মহারথিতে মর্ম্মভেদি শরনিক্ষেপ কল্লে, পাপাত্মাদের হৃদয়ে কি দয়ার লেশ মাত্র নাই। অনাথনাথ! তুমি জীবিত থাকতে আমার অভিমন্যু সমরে সংহার হলো ? এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি আছে।

বাসু। সতি! শোক পরিত্যাগ কর, দুষ্ট জয়দ্রথ যে কল্য শমন ভবনে গমন করবে, তার আর সন্দেহ নাই। যখন অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করেছে, তখন তার আর কোনমতে নিস্তার নাই, তোমার পুত্রহন্তাগণ যে, সমূলে নিহত হবে তার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। তোমার পুত্র অভিমন্যু একাকী যে

কার্য্য সাধন করেছে, আমরা সকলে একত্রিত হয়ে সেই কার্য্য সাধন কচ্ছি। এখন তুমি এক কাজ কর, সুভদ্রাকে আশ্বাষিত কর, উত্তরাকে প্রবোধ দাও, আমি যাতে সেই অভিমন্যু-হন্তাগণ অতি শীঘ্র কালভবনে নীত হয়, তার চেষ্টা করি গে। আমি তোমাকে বারবার বলচি তুমি আর শোকাকুল হওনা, তা হলে আমাদের কোন কার্য্যই সমাধা হবেনা, এখন আমি চল্লেম।

বাসুদেবের প্রস্থান।

উত্তরার বেগে প্রবেশ।

উত্ত। (পতিত হইয়া) প্রাণেশ্বর! হৃদয়নাথ! আর কি তোমাকে দেখ্‌তে পাব না, আমি আজ অনাথিনী হলেম, আজ আমি সকলেই শূন্যময় দর্শন কচ্ছি, আজ আমি পৃথিবীকে যেন অন্ধকারময় নিরীক্ষণ কচ্ছি। নাথ! তুমি অভাগিনীকে একাকিনী কার কাছে রেখে গেলে, মাধবিকা আর কার আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হবে। হৃদয়েশ্বর! আর আমার কে আছে? নাথ! তুমি আমার আশ্রয় তরু, প্রাণেশ্বর! তুমি কেন সমরে গেলে? তুমি যদি সমরে না যেতে তা হলে ত আর দুষ্ট অরাতিকুল তোমাকে সংহার কর্ত্তে পার্ত্তনা। নাথ! আজ তুমি সমরক্ষেত্রে নিপতিত, আজ তুমি শিবাকুলে পরিবেষ্টিত, আজ তুমি শুকনিও গৃধিনীর পক্ষচ্ছায়াতে আচ্ছাদিত, একি আমার হৃদয়ে সহ্য হয়। প্রাণপতি! আমাকে সহগামিনী কর, তা হলে আমার শোকানল নির্ব্বাণ হয়। (বক্ষে করাঘাত) হৃদয়! তুমি এখনি বিদীর্ণ হও, জীবন! তুমি এখনি এপাপ দেহ হতে নির্গত হও, তুমি কি

সুখে আর এ দেহে বাস কচ্ছো, যত শীঘ্র পার এ পাষাণময় দেহ হতে নির্গত হও, তা হলে আমার সকল জ্বালা নিবারণ হয়, হা প্রাণেশ্বর! হা হৃদয়পতি! (মুর্চ্ছা।)

দ্রৌপ। বৎসে! বিরাটকুমারি! ওঠ, আমাদের সকলের এক অবস্থা, বৎসে! আর কেন, অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডন কর্ত্তে পারে। জগতের গতিই এইরূপ, সকলেই কালের অধিন, কালকর্ত্তৃক সকলকেই নিত হতে হবে।

উত্ত। দেবি! কালের কি এতই প্রভাব, কাল কি আমার জন্যই হয়েছিল? রে দুরন্তকাল! তোর কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই, আমার সবে মাত্র একটী আশ্রয় বৃক্ষ, তাও সমূলে উৎপাটন কল্লে? তবে আর যাই কোথায়? দেবি! আর আমার জীবনে ফল কি?

দ্রৌপ। বাছা বিরাটকুমারি! চল এখন গৃহে চল।

(উত্তরার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত।

কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! কাল অতি দুর্জ্জয়; কাল সমুদায় ভূতকেই সকল বিষয়ে নিয়োজিত করে, অতএব তুমি বিষণ্ন হওনা। পার্থ! তুমি কি জন্য বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হচ্ছো, হে পণ্ডিতবর! তোমার শোক করা কোনমতেই উচিত নয়, শোক কল্লে কার্য্য হানি হয়, অতএব শোক ত্যাগ করে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। শোক চেষ্টা হীন ব্যক্তির শত্রু। যে ব্যক্তি শোকে মগ্ন হয়, সে বিপক্ষগণকে আনন্দিত ও মিত্রগণ ক্ষীণ আর নিজে সংহার হয়, অতএব আর শোকে অভিভূত হওনা।

অর্জ্জু। কৃষ্ণ! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমার পুত্রহন্তা দুর্ম্মতি জয়দ্রথকে কল্য বিনাশ করবো, কিন্তু মহাবীর ধৃতরাষ্ট্রগণ সকলেই আমার প্রতিজ্ঞা বিফল মানসে সিন্ধুপতিকে রক্ষা করবে তার আর সন্দেহ নাই। নরাধম জয়দ্রথ একদশ অক্ষৌহিণীর হতাবশিষ্ট অতি দুর্জ্জয় সৈন্যও মহাবীরগণে পরিবৃত হলে, কার সাধ্য তাকে নষ্ট কল্লে। বাসুদেব! আমি বোধ করি, প্রতিজ্ঞা ভার হতে মুক্ত হতে পারব না, আমার প্রতিজ্ঞা বিফল হলে আমি কি প্রকারে জীবন ধারণ করবো? এক্ষণে আমার দুঃখ মোচনের ইচ্ছা প্রবল হচ্ছে।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! তার জন্য তোমার চিন্তা কি? দেবাদি-দেব যা দ্বারা সমস্ত দৈত্যগণকে সংহার করে ছিলেন, সেই সনাতন পাশুপত অস্ত্রকে স্মরণ কর, তা হলে কালি অবশ্য তার দ্বারা নরাধম জয়দ্রথকে বিনাশ কর্ত্তে পারবে। আর যদি ভুলে গিয়ে থাক, তবে সাবধানে মনে মনে মহা-দেবকে স্মরণ কর। তুমি তাঁহার ভক্ত, নিশ্চয়ই তাঁর প্রসাদে সেই পরম অস্ত্র লাভ করতে পারবে।

অর্জ্জু। হে কৃষ্ণ! আমি কখন তোমার বাক্যের অন্যথা করি না, আপনার বাক্য আমার শিরোধার্য্য! এই আমি দেবাদিদেব মহাদেবের স্তবে নিমগ্ন হলেম। (উপবেশন পূর্ব্বক করযোড়ে) "হে দেব! তুমি সর্ব্ব, ভব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, উগ্র, কপর্দ্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক শান্ত, ঈশান, মখঘ্ন। দেব! তুমি অন্ধক হন্তা, কার্ত্তিকের পিতা, নীল-গ্রীব, ও বেধা। তুমি পিনাকী, হবিষ্য, সত্য, বিভু, বিলো-হিত, ধুম্র, ব্যাধও অপরাজিত। তুমি নিত্য, নিল, শিখণ্ড, শূল-ধারী, দিব্য চক্ষু, হর্ত্তা, পাতা, ত্রিনেত্র, বসুরেতা। তুমি অ-চিন্ত, অম্বিকানাথ! সর্ব্বদেব-স্তুত, বৃষধ্বজ, মুণ্ড, জটিলও ব্রহ্মচারি। তুমি তপস্বী, ব্রহ্মণ্য, জিত, বিশ্বপাতা, বিশ্ব-স্রষ্টা ও বিশ্বব্যাপী। তুমি সর্ব্বভূতের সেবনীয়প্রভু ও দেব মুখ। তুমি শঙ্কর ও শিব, তুমি বাক্যের পতি, প্রজা-পতি, বিশ্বপতি ও মহাত্মা পতি। তুমি সহস্র শিরা, সহস্র ভুজ, সহস্র নেত্র, সহস্র পক্ষ। তুমি সংহর্ত্তা, হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্য কবচ ও ভক্তানুকাঙ্ক্ষী। তোমাকে নমস্কার করি। হে দয়াময়! হে প্রভো! আমাদের মনোরথ পূর্ণ কর।

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। (হাস্য পূর্ব্বক) হে বাসুদেব! হে অর্জ্জুন! আমি তোমাদের স্তবে পরিতুষ্ট হয়েছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।

কৃষ্ণ। পশুপতি! আপনি ত সর্ব্ব অন্তর্যামী, আপনি ত সকলি জানেন, তবে আপনার কাছে কি প্রার্থনা করবো।

মহাদেব। হে বীরদ্বয়! আমি তোমাদের মনোগত অভিপ্রায় অগ্রে জান্তে পেরেছি, তোমরা যে কায়মনোবাক্যে আমার নিকটে এসেছ, আমি তাহা সত্বরে প্রদান করিতেছি। পূর্ব্বে আমি যে শর ও শরাসন দ্বারা দেবগণের শত্রুদিগকে সংহার করে ছিলাম, সেই দিব্য শর ও শরাসন নিকটবর্ত্তি এক অমৃতময় সরোবরে নিহিত আছে তোমরা ঐ শর ও শরাসন আনয়ন কর।

কৃষ্ণ। (সহাস্যে) তথাস্তু।

উভয়ের গমন।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে কৃষ্ণার্জ্জুনের পুন প্রবেশ।

অর্জ্জু। (মহাদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ প্রদান।)

মহাদেব। অর্জ্জুন! তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হক্, এই নাও, এই ভয়ঙ্কর পাশুপত অস্ত্র, এতেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

কৃষ্ণ। দেব! আপনার বাক্য কখনই বিফল হবার নয়। আপনি যখন অর্জ্জুনের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন তখন ওর আর কোন বিঘ্ন নাই। দেব! আপনার চরণে অসংখ্য প্রণাম। (প্রণাম)

অর্জ্জু। পার্ব্বতি পতি! আপনি জগৎপতি আপনাকে নমস্কার করি, আপনার পদ কমলে আমি বার বার নমস্কার করি।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

সভাগৃহ।

যুধিষ্ঠির আসীন।

কৃষ্ণের প্রবেশ ও উপবেশন।

যুধি। জনার্দ্দন! তুমি আমার সব, অমরগণ যেমন দেবরাজ-ইন্দ্রকে আশ্রয় করে ছিলো, আমরাও তোমাকে সেইরূপ আশ্রয় করেছি। এখন আমাদের জয় ও সুখ তোমার উপর নির্ভর। তুমি আমাদের রাজ্যনাশ, বনে বাস ও শত্রুগণ কর্ত্তৃক বহুবিধ ক্লেশ, সে সকলি তুমি অবগত আছ। হে ভক্ত বৎসল! হে জগত পতে! হে বাসুদেব! আমাদের সমুদয় সুখ তুমি, সংগ্রামে জয় পরাজয় তুমি। এখন আমার এই প্রার্থনা যে আমার চিত্ত যেন তোমার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে। আর তোমার প্রসাদে যেন ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা বিফল না হয়। বাসুদেব! আজ তুমি তরণী স্বরূপ হয়ে, আমাদের দুঃখ ও প্রতিজ্ঞা রূপ মহাসাগর হতে উদ্ধার কর। আপনি আমাদের সারথি হয়েছেন। কিন্তু সারথির যত্নে সংগ্রামে যে রূপ কার্য্য সিদ্ধ হয়, শত্রু বধোদ্যত রথি কর্ত্তৃক সে রূপ হওয়া কঠিন। অতএব হে শঙ্খচক্রধারী গদাধর! তুমি এই অতলস্পর্শ কুরু সাগর-নিমগ্ন তরণী বিহীন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। তুমি যে রূপ বিপদ কালে বৃষ্ণিগণকে পরিত্রাণ করে থাক, এখন সেইরূপে আমাদের পরিত্রাণ কর।

কৃষ্ণ। মহারাজ! আপনি কেন বৃথা চিন্তা সলিলে নিমগ্ন হচ্ছেন, মহাবীর পার্থ যে রূপ ধনুর্দ্ধর ও সমর পারদর্শী দেব লোকেও সে রূপ কেহ নাই, আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, আপনার সেই গাণ্ডীবধারি অর্জ্জুন সমস্ত শত্রুকুল নিধন করবে। আর আমিও অর্জ্জুনের মত দুর্যোধনের সেনাগণকে বিনষ্ট করবো। আজ্ মহাবাহু অর্জ্জুন সেই পাপিষ্ঠ ক্ষুদ্রাশয় অভিমন্যু হন্তা জয়দ্রথকে সুসানিত শর দ্বারা পৃথিবী হতে অপসারিত করবে। আর গৃধ্র প্রভৃতি প্রচণ্ড নর মাংসাশী হিংস্র জন্তুগণ মহানন্দে তার মাংস ভোজন করবে। সে দুষ্টের আর কিছুতেই নিস্তার নাই। সে যদি দেবরাজ ইন্দ্র, এমন কি, যদি আপনার কিম্বা আমার শরণাগত হয় তথাপি তাকে অর্জ্জুনের হস্তে বিনষ্ট হতে হবে। হে রাজন! আজ্ অর্জ্জুন অবশ্যই জয়দ্রথকে বিনাশ করবে। আপনি বৃথা শোক পরিত্যাগ করুন।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জু। মহারাজ! অভিবাদন করি?

যুধি। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) ভাই অর্জ্জুন! তোমার যে রূপ বীরত্ব আর, বাসুদেব যে রূপ আমাদের প্রতি প্রসন্ন তাতে আমার বেশ বোধ হচ্ছে যে, সংগ্রামে তুমি নিশ্চয়ই শত্রুগণকে পরাজয় করবে। আর তোমার প্রতিজ্ঞা কোন মতেই বিফল হবে না।

অর্জ্জু। (হাস্য বদনে) আর্য্য! আপনি জয় লাভ্ করেন, আমি বাসুদেবের প্রভাবে কাল্ অতি আশ্চর্য্য বিষয় দেখিছি।

যুধি। তবে আর ভয় কি ? সুহৃদগণকে আহ্বান করে, সংগ্রামে সজ্জিভূত হও।

অর্জ্জু। বাসুদেব! আজ্ যে রূপ কার্য্য সকল দেখা যাচ্ছে, তাতে আমার নিশ্চয়ই বোধ হচ্ছে যে, সমরে জয় লাভ হবে। আর সেই পাপমতি জয়দ্রথ আমার বীর্য্য প্রভাবে শমন ভবনে গমনার্থ যে স্থানে অবস্থিতি কচ্ছে, আমি সেই স্থানে গমন করবো।

(সেনাগণের প্রতি) সাজ্ সাজ্ সেনাগণ, করিতে সমর।
ধর তূণ ধনুর্ব্বাণ, হইয়ে তৎপর ॥
দুষ্টদল কুরুবল, করিতে নিধন।
এখনো উদ্যোগী হও, যত সৈন্যগণ ॥
ঐ দেখ দুষ্টদল, আনন্দে মেতেছে।
ঐ দেখ কুরুগণ, ভেরি বাজাতেছে ॥
মার, মার, মার সব, দুষ্ট কুরুদল।
সকলে সংহার কর, যত মহাবল ॥
অভিমন্যু পুত্র মোর, সমরে মেরেছে।
তাতেই তাদের এত, আনন্দ বেড়েছে ॥
সাত জন মহারথি, একত্র হইয়ে।
কুমারে মারিল রণে, অন্যায় করিয়ে ॥
একি অসম্ভব আজ্, হয় দরশন।
সিংহের মস্তকে হায়! ঘাতিল চরণ ॥
জঘন্য জম্বুকে, একি, আস্পর্দ্ধা বাড়িল।
ভেকেতে ফণির শিরে, নাচিতে লাগিল ॥
সেই পাপে স্ববংশে, মজিবে দুর্য্যোধন।
মম হস্তে সিন্ধুপতি, নিশ্চয় নিধন ॥

কেমনে নিস্তার আজ্, হবে পাপমতি
অবশ্য শমন ধামে, হবে তার গতি ॥
এই আমি ধনুর্ব্বাণ, করিনু ধারণ।
পাপমতি জয়দ্রথে, করিতে নিধন ॥
অবশ্য তাহারে আমি, এখনি কাটিব।
এই শরাঘাতে আমি, তাহারে বধিব ॥
মম হাতে কখন যে, রক্ষা নাহি তার।
অভিমন্যু পুত্র যবে, করেছে সংহার ॥

সকলের প্রস্থান

সপ্তম অঙ্ক।

কুরুক্ষেত্র।

সমর স্থল।

যোদ্ধ বেশে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

অর্জ্জু। (স্বগত) হা সমর ভূমী! আজ্ তোমার কি মনোহর শোভা; আজ্ তোমার কি আনন্দের দিন? আজ্ তোমাতে কত শত মহাবীরগণ সমাগত হয়েছে; আজ্ ক্ষত্র-বীর সকল জীবনাশা ত্যাগ করে নিজ নিজ অস্ত্র সহায় পূর্ব্বক সকলেই সকলকে বধ কর্ত্তে উদ্যত। তোমাতে যে একবার পদার্পণ করে, সে একেবারে স্নেহ মমতা পরিশূন্য হয়, তার অন্তর এককালে ঈর্ষা ও ক্রোধে পরিপূর্ণ। রণ ভূমী! জগতে তুমিই ধন্য? তুমিই বীরকুলের একমাত্র আশ্রয়! যে সকল মহাবীরগণ সমরে জীবন ত্যাগ করে, তুমি তাদের অঙ্কে ধারণ কর। তোমার এরূপ শোণিত লিপ্সা যে, সমস্ত পৃথিবীর নর-শোণিত পানে তোমার পিপাসা নিবারণ হয় না। তুমিই আমার অভিমন্যুর শোণিত পান করেছ, আজ্ আবার সেই পাপমতি কুমার-হন্তাগণের শোণিত পানে পরিতৃপ্ত হবে। গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষি সকল মাংস ভোজনে আনন্দ প্রকাশ করবে। আজ্ শিবাকুল তাদের চারিদ্দিকে নৃত্য করবে। আজ্ পিশাচগণ আনন্দে বিহ্বল হবে।

কৃষ্ণ। পার্থ! ঐ দেখ মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য ভয়ঙ্কর ব্যূহ রচনা করে, ধনুর্ব্বাণ হস্তে মহাদেবের মত তোমার আগমন প্রতীক্ষা কচ্ছে, আর বীরগণ সকলেই সশস্ত্রে আনন্দ ধ্বনি কচ্ছে, এক্ষণে বিলম্বে আর ফল কি? তুমি অস্ত্র ধারণ কর, সমরে প্রবৃত্ত হও।

অর্জ্জুন। বাসুদেব! এ অতি ভয়ানক ব্যূহ, এ ব্যূহ ভেদ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। গুরু দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যূহ দ্বার রক্ষিত হচ্ছে, অন্যান্য যোদ্ধাগণ দ্বারা ব্যূহ সন্নিবেশিত হয়েছে, পাপমতি সিন্ধুপতি যে কোথায় রয়েছে, তাঁর কিছু মাত্র নিদর্শন নাই। বাসুদেব! এক্ষণে কি করি, আমি তার কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! এখন আর বিবেচনার সময় নাই, যত শীঘ্র পার দ্রোণাচার্য্য ও অন্যান্য যোদ্ধাগণকে সমরে পরাজয় কর, ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে, দুরাচার জয়দ্রথকে অনুসন্ধান করে, দুষ্ট প্রাণ ভয়ে কোথায় যে লুকুয়ে আছে তা বলতে পারি না।

অর্জ্জুন। সে দুরাচার কি, লুক্কায়িত হয়ে রক্ষা পাবে, পাপিষ্ঠ কোথায় পালাবে, যেখানে যাবে সেই খানেই তাকে বিনষ্ট করবো। এমন কি, সে যদি দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় লয়, তা হলেও তার নিস্তার নাই। স্বর্গে, পাতালে জলধীর অতল জলে, পর্ব্বতে, কাননে যেখানে পালাপে সেইখানেই তাকে সংহার করবো।

ওরে পাপমতি! পলাবি কোথায়?
মম হস্তে তোর, মরণ নিশ্চয়;

দুরাচার! এবে, নাহিক নিস্তার,
ভারত সমরে, হইবি সংহার ;
মারিব মারিব, অবশ্য মারিব,
কাটিব কাটিব, অবশ্য কাটিব ;
যদি শূলপাণি, সহায়ে তোমারে,
আসে এ সমরে, জিনিতে আমারে ;
কিম্বা পুরন্দর, রক্ষা করে তোরে,
তথাপি মরিবি, এ ঘোর সমরে ;
অভিমন্যু পুত্র, সুকুমার মতি,
একা পেয়ে তার, করেছ দুর্গতি ;
মিলি সাত জন, মেরেছ তাহায়,
এ দুঃখ কি মোর, কভু সহ্য হয় ;
যেমন তাহারে, করিছ নিধন,
তার প্রতিফল, পাইবে এখন ;
দুষ্ট কুরুদলে, সকলে মারিব,
বংশে বাতি দিতে, কারে না রাখিব ;
অন্যায় সমরে, কুমারে বধেছ,
তখনি নিশ্চয়, সবাই মরেছ ;
স্বর্গে বা পাতালে, পর্ব্বত শিখরে,
জলধীর জলে, কিম্বা সুরপুরে ;
যেখানে যে যাবে, মারিব তাহায়,
এ প্রতিজ্ঞা মম, বিফল কি হয়;
দাও কৃষ্ণ দাও, তীক্ষ্ণ শরাসন,
দাও তীক্ষ্ণ শর, সমর কারণ;

সকলে সমরে, মারিব মারিব,
সমরের শিক্ষা, কেমন দেখাব ;
কার জোরে করে, এত পাপাচার,
কে শিখায়ে ছিল, হেন অহঙ্কার ;
সাত জন জুটে, মারে এক জন,
যার যত বল, জেনেছি এখন ;
দুষ্ট দুর্য্যোধন, বড় পাপমতি,
সমরে কুমারে, করে হেন গতি ;
তারি মহাপাপে, মজিল সংসার,
পিতামহ ভীষ্ম, হইল সংহার ;
এতেক প্রতাপ, কার বলে করে,
জানে না অর্জ্জুন, জীবিত সমরে ;
কৌরব কুলের, রাখিবনা কারে,
মম হস্তে যাবে, শমনের দ্বারে ;
দ্রোণ মহামতি, যোদ্ধাপতি আজ,
ব্রহ্ম কুলে জন্মে, নাহি কোন লাজ
কেমনেতে তিনি, অনুমতি দিল,
কি করে বালকে, সকলে বধিল ;
হেন দুঃখ কভু, সহ্য মম নয়,
প্রতিজ্ঞা করেছি, মনেতে নিশ্চয় ;
কৌরব সমরে, সকলে মারিব,
অভিমন্যু সাথি, সকলে করিব;
তবে মম দুঃখ, হবে নিবারণ,
এইত প্রতিজ্ঞা, আমার এখন ;

(বেগে দুঃশাসনের প্রবেশ।)

দুঃশা। (নিষ্কোষিত অসি হস্তে) রে দুরাচার! রে পাণ্ডুবংশাধম! বৃথা কেন বীরত্ব প্রকাশ কর্চ্ছিস, আয়, সমরে প্রবৃত্ত হ, (অসি প্রদর্শন) আজ নিশ্চয়ই আমার এই তীক্ষ্ণ অসি প্রভাবে তোকে ধরণীমণ্ডল পরিত্যাগ কর্ত্তে হবে।

অর্জ্জু। কি? দুষ্ট! নরপাষণ্ড! তোর কি এতই প্রতাপ? তোর কি এতই বল? যে কৌরব কুলের যম স্বরূপ অর্জ্জুনের সমক্ষে গর্ব্ব প্রকাশ করিস্। আমি এখনি তোর বিশাল গর্ব্ব খর্ব্ব করবো। এখনি তোর মস্তক ভূতলে পাতিত হবে। গৃধিনীকুল এখনি তোর রক্ত পানে পরিতুষ্ট হবে? এখনি শিবাকুল তোর মাংস ভক্ষণে আনন্দিত হবে। আজ আমার চির পিপাসিত লৌহ অসি তোর উত্তপ্ত শোণিত পানে পরিতৃপ্ত হবে? দুরাচার! নর ব্যাঘ্র! তোকে নিপাত কল্লে আমার সকল দুঃখ নিবারণ হবে, তোরা যে সাত জনে একত্রিত হয়ে অন্যায় সমরে আমার অভিমন্যুকে নিপাত করে ছিস, আমি তেমনি তোদের এক এক জনকে শমন ভবনে পাঠাতে পারি তবে আমার অন্তরানল শীতল হয়, আয় দুষ্ট আয়, সমরে প্রবৃত্ত হ (উভয়ে যুদ্ধ)

কৃষ্ণ। সখা কর কি? ও দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের সহিত যুদ্ধে ফল কি? তোমার কি কিছুই মনে থাকে না। পুত্রশোকে একবারে অধৈর্য্য হয়েছ।

অর্জ্জু। বাসুদেব! আমি বিস্মৃত হই নি, ও দুষ্টের সমর বাসনা পূর্ণ করি?

দুঃশা। তোর যত দূর সাধ্য তা দেখা গেল, এতেই, এত বীরত্ব প্রকাশ কর্চ্ছিলি।

অর্জ্জু। (স্বক্রোধে) পাপমতি! তোরে বল্‌ব কি আমি তোকে এখনি শমন ভবনে পাঠাতেম, তবে নাকি মহাবীর ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তোর বিশাল বক্ষস্থল বিদারিত করে, তোর উত্তপ্ত শোণিত পান করবে। আর তুই যেমন পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করে ছিলি, সে জন্য এ পর্য্যন্ত দ্রৌপদী মুক্ত কেশে আছে, তোরই রক্তে সেই সুচারু কেশে কবরী বন্ধন হবে, তাতেই আজ্‌ আমার হস্তে তোর জীবন রক্ষা হলো! নতুবা কোন্‌কালে তোর উষ্ণীষ সহ মস্তক ধরাতলে পতিত হত।

দুঃশা। কেন আর মিছে আত্ম গরিমা প্রকাশ করিস্‌, তোর যত বল, যত ক্ষমতা, তা সকলেই জানে? আমরা যখন তোর অভিমন্যুকে সংহার করেছি তখন তোকেও নিপাত করবো। তুই মলেই সমকল দুঃখ নিবারণ হয়।

অর্জ্জু। (অসি উত্তোলন) রে নর পাষণ্ড! তুই যদি নিতান্ত সলভের ন্যায় আমার রোষানলে দগ্ধ হতে চাস্‌, নিতান্ত যদি এই সুখময় অবনি পরিত্যাগ কর্ত্তে বাসনা থাকে, তবে আয়, তোর উত্তপ্ত শোণিতে অভিমন্যুর তর্পণ করে আমার অন্তর সুশীতল করি। (যুদ্ধ করিতে করিতে দুঃশাসনের পলায়ন)

দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ

অর্জ্জু। (প্রণাম পূর্ব্বক) গুরুদেব! আপনি আমার পিতার সদৃশ, আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সদৃশ। হে তাত! আপনি যে রূপ অশ্বত্থামাকে রক্ষা করেন আমাকেও আপনার সেই রূপ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমি আপনার অনু-

গ্রহে সমরাঙ্গনে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে সংহার কর্তে বাসনা করেছি। অতএব হে গুরো! আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। ব্রহ্মণ! আপনি আমার হিত চিন্তা ও কল্যাণ করুন, আপনার প্রসাদে এই দুর্ভেদ্য ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করতে বাসনা করি?

দ্রোণ। (হাস্যবদনে) বৎস! তুমি যা বলচো তা সত্য, তোমার মনোরথ অবশ্য পূর্ণ হবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন। আমি তোমাকে অশ্বত্থামা হতেও স্নেহ করি বটে, কিন্তু কি করে তোমাকে বিনা যুদ্ধে ব্যূহ দ্বার ছেড়ে দিই। তা হলে কৌরব পক্ষে যার পর নাই নিতান্ত অন্যায় করা হয়।

অর্জ্জু। গুরো! এতে আপনার অন্যায় করা হয় তা যথার্থ কিন্তু যখন আমার পুত্র অভিমন্যু অসহায় অস্ত্রশূন্য হয়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করে ছিল, তখন কি করে সেই বালকের উপর নাতজন একত্রিত হয়ে মর্ম্মভেদী শর নিক্ষেপ করে ছিলেন। তখন কি সেইটি ন্যায়ানুগত কার্য্য করেছিলেন। দেব! কি বল্‌বো আপনি আমার গুরু, নচেৎ সেই ক্ষণে তার প্রতিফল দিতেম।

দ্রোণ। ধনঞ্জয়! সে কথায় এখন কাজ্ কি?

অর্জ্জু। দেব! আজ্ আমি অভিমন্যু শোকে নিতান্ত কাতর, পুত্র শোকানলে আমার অন্তর যেন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় জ্বল্‌ছে তাতে আর কেন আমাকে যাতনা প্রদান করেন। আপনার পায়ে ধরে বল্‌ছি, আপনি অনুগ্রহ করে ব্যূহ দ্বার ছেড়ে দিন। আমি আপনার সাহায্যে [illegible] প্রতিজ্ঞা সাগর হতে উদ্ধার হই।

দ্রোণ। বৎস! আমি কখনই এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে ইচ্ছা করি না। তুমি অগ্রে আমাকে পরাজয় কর, পরে জয়দ্রথকে পরাজয় কর্ত্তে সমর্থ হবে। আমাকে পরাজয় না করে তুমি কখনই সিন্ধুপতির সম্মুখীন হতে পারবে না।

অর্জ্জুন। গুরুদেব! যদি নিতান্তই আমার প্রতি আপনি নির্দ্দয় হয়ে থাকেন, তবে আসুন সমরে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু দেব! যদি তোমার প্রতি আমার যথার্থ ভক্তি থাকে। যদি আমি তোমার প্রিয় শিষ্য হই, তবে তোমারই আশীর্ব্বাদে তোমাকে পরাজয় হতে হবে।

(উভয়ে যুদ্ধ)

দ্রোণ। অর্জ্জুন! তুমি যথার্থ আমারি শিষ্য, আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি। বৎস! তুমি সমরে জয়লাভ করবে তার আর আশ্চর্য্য কি? যখন বাসুদেব তোমার সহায় তখন কার সাধ্য তোমায় সমরে পরাভূত করে! বৎস! আমি তোমারে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুমি তোমার ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা সাগর হতে উদ্ধার হও। অতএব ভারত সমরে আমি যে, তোমার হস্তে নিধন হবো তাও আমি জান্তে পেরেছি।

অর্জ্জুন। গুরুদেব! প্রণাম হই, (প্রণাম)

দ্রোণাচার্য্যের প্রস্থান।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। (অসি উত্তোলন-পূর্ব্বক) রে দুষ্ট পাণ্ডুপুত্র! রে নরাধম! তুই কেন বৃথা আস্ফালন কচ্ছিস, তোর যে আস্ফালন প্রাভাতকালীন মেঘের মত কেবল বৃথা আড়ম্বর মাত্র, তুই মনে করিস না যে, সিন্ধুপতিকে সমরে বিনষ্ট করবি। যতক্ষণ আমি জীবত থাকব, যতক্ষণ আমার শিরায় শোণিত বহিতে থাক্‌বে, অধিক কি বল্‌ব যতক্ষণ আমার নিশ্বাস বহিতে থাকবে ততক্ষণ কার সাধ্য সিন্ধুরাজ জয়-দ্রথকে সমরে নিধন করে। আজ্ তোর প্রতিজ্ঞা কখনই সফল হবে না। আমা হতে তার অবশ্যই বিফল হবে। আর ক্ষণকাল পরে তোকে জলন্ত অনলে জীবনাহুতি দিতে হবে।

অর্জ্জু। রে দুর্ম্মতি! রে নর পাষণ্ড! আমার প্রতিজ্ঞাও যা, কার্য্যও তা, আমি যখন অগ্নিসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন তুমি বেশ জেন সেই দুরাচার জয়দ্রথের কোনমতে নিস্তার নাই! আজ্, যে কোন প্রকারে হক্ তার প্রাণ বিনাশ করবোই করবো। অগ্রে তোমার সমর সাধ পূর্ণ করি, তো-মাকে সমন ভবনের অতিথি করি, পরে আমার দুমার হন্তা সেই দুর্বৃত্ত জয়দ্রথকে সংহার করবো।

দুর্য্যো। পাপিষ্ঠ! আর কেন; তোর যত বল, যত প্র-তাপ তা আমি সব জানি, কার কাছে বৃথা বড়াই করিস্। তোর কি এমন ক্ষমতা আছে, যে আমার সমর বাসনা পূর্ণ করবি। দুষ্ট আয়, যুদ্ধে অগ্রসার হ,(অসি প্রদর্শন)এই তোর সমন স্বরূপ লোহ অসি বহুদিন পর্য্যন্ত পিপাসিত আছি। আয় আজ্ তোর উত্তপ্ত শোণিত পান করে আমার লোহ অসিকে

পরিতৃপ্ত করি। আর তোর রক্তে ধরণীকে প্লাবিত করি। আজ্ সকলে জান্বে যে পাণ্ডুবংশের কালস্বরূপ দুর্ম্মতি ধনঞ্জয় কালের ভীষণ করলে গ্রাসিত হয়েছে! আজ্ তোর ছিন্ন মস্তক পতিত হয়ে ধরাতল রঞ্জিত করবে। আর মৃত শরীরে মনোহর যমপুরী পরিশোভিত হবে।

অর্জ্জু। রে পাপমতি—অন্ধ রাজপুত্র! আজ তো হতে আমি সকল দুঃখ নিবারণ করবো। তুই জানিস্ না যে অর্জ্জুন এখন জীবিত আছে। পাপাত্মা! তুই কোন সাহসে আমার সেই বালক অভিমন্যুকে সাত জন একত্রিত হয়ে সমরে নিধন করিছিস্। সেই পাপে আজ্ তোর স্ববংশে বিনাশ হবে। আজ্ আমি সকলকেই আমার পুত্রের সঙ্গী করবো তবে ছাড়বো। দুষ্ট তোকে আর কি বলবো? তোর এক একটি কথা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তুই মনে করে দেখ্দেখি বাল্যকালে মহাবীর ভীমকে বিষ খাইয়ে সাগরে নিক্ষেপ করে ছিলি। ছলনা করে আমাদের দগ্ধ করিবার মানসে জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করেছিলি? মিথ্যা পাশা খেলায় আমাদের রাজ্য ধন সমস্ত অপহরণ করেছিলি? সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বনে বাস ইত্যাদি অসংখ্য ক্লেশ দিয়েছিলে। আজ্ আমি তোর সেই সকল পাপের প্রতিফল প্রদান করবো। আমি যখন এই সুতীক্ষ্ণ অসিতে তোর মস্তক ভূতলে পতিত করবো। তখন জান্বি যে, তোর সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো।

আয় দুরাচার, দেখিব কেমন।
কত বল ধর, পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥

মিলি সাত জন, ভারত সমরে,
করি অস্ত্রাঘাত, বালক উপরে ॥
যেন শিবাদল, একত্রিত হয়ে।
সিংহের শাবক বধিলেক তায় ॥
বড় বড় বীর, তোমরা সকলে।
একটি বালকে, কি করে মারিলে ?
মম অত্যাচার, করেছ যখন !
জানিহ সকলে, নিশ্চয় মরণ ॥
এ সমরে আজ্, কারে না রাখিব।
মারিব মারিব, অবশ্য মারিব ॥
দুষ্টমতি তুই, ওরে দুর্য্যোধন !
তো হতেই এত, অনর্থ ঘটন ॥
কুলের কন্টক, তুই দুরাচার।
তো হতেই হলো, সকলে সংহার ॥
পড়েছ আমার, হাতে দুষ্টমতি।
দেখ্ দুরাচার, কি করিরে গতি ॥
এখনি পাঠাব, যমের দুরারে।
চিনিবি তখন, তুই রে আমারে ॥
অনল দর্শনে, পতঙ্গ যেমন।
ক্ষনেক তরে করে আস্ফালন ॥
পরেতে আপনি, পুড়িয়ে মরে।
সেই রূপ আমি, দেখি রে তোরে ॥
বৃথা লাফালাফি, করিছ এখন।
এখনি দেখিবে, শমন ভবন ॥

তা হলে সকলি, ফুরাইয়ে যাবে
তখন তোমার, কি দশা ঘটিবে ॥
সোণার মুকুট, পড়িবে মাটিতে।
ধুসরিত হবে, শরীর ধুলাতে ॥
এস দুরাচার, করিব সমর।
ইষ্ট জনে এবে, ডাক একবার ॥

দুর্য্যো। আয় আয় দুষ্ট, দেখিব কেমন।
কত বল ধর, পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
জানি আমি ভাল, তোর যত বল
ক্ষণেক পরেতে, জানিব সকল ॥
সমরের সাধ, এখনি মিটিবে।
শমনের বাড়ি, এখনি যাইবে ॥
কে ডরে তোমারে, ওরে পাপমতি
কে মারে সমরে, সেই সিন্ধুপতি ॥
তোর যত বল, সব আমি জানি।
পলারে পলারে, দুর্ম্মতি ফাল্গুনি ॥
এখনি পাঠাব, শমন ভবনে।
তবে ত জানিবি, তুই দুর্য্যোধনে ॥
কিছুতেই নাহি, ডরে দুর্য্যোধন।
পাণ্ডব সকলে, করিব নিধন ॥
তীক্ষ্ণ অসি মম, তোর রক্ত পানে।
ঘুচিবে পিপাসা, ভাবিয়াছি মনে ॥
বাসুদেব সহ, বিনষ্ট হইবি।
কেন দুষ্ট ওরে, কুন্তিরে কাঁদাবি ॥

কাঁদিবে দ্রৌপদী, তোমার কারণ।
কুরুবল কত, জানিবি তখন ॥
ঐ দেখ তোর, মস্তক উপর।
শুকনি গৃধিনী, উড়িছে বিস্তর ॥
তোর রক্ত পানে, আনন্দিত হবে।
আমার যে জ্বালা, সব তবে যাবে ॥
তোমার নিধনে, মনের বেদনা।
ঘুচিবে এখনি, যাইবে যাতনা ॥
আয়, আয় দুষ্ট! করিব সমর।
এখনি পাঠাব, শমনের ঘর ॥
পাপমতি তোর, লজ্জা নাই মনে।
পরের সাহসে, পশিয়াছ রণে ॥
তোর ভাই ভীম, জানি আমি তারে।
তারেও পাঠাব, শমনের দ্বারে ॥
সেখানে সকলে, মিলিত হইবে।
দুর্য্যোধন হাতে, অবশ্য মরিবে ॥
মরণের ভয়, মনে যদি হয়।
পলাইয়ে যাও, ওরে দুরাশয়!

অর্জ্জু। দুর্য্যোধন! তোর যত বল, যত বীরত্ব, আমি তা সকল জানি। মনে করে দেখ্ দেখি, যখন চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব কুরু রমণীগণকে অপহরণ করে, তখন তুই কি করে ছিলি, সেই সময় তোর বীরত্ব ও প্রতাপ কোথায় ছিল। দুর্য্যোধন! তুই ধনমদে নিতান্ত উন্মত্ত, তোকে আর অধিক কি বল্‌ব, তোর যদি একান্তই সুখময় অবনি পরিত্যাগ করবার

বাঞ্ছা থাকে, যদি একান্ত বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ বাসনা না থাকে, তবে আয়, তোকে শমন ভবনে প্রেরণ করি। তুই নিপাত হলেই আমার অভিমন্যুর শোক নিবারণ হয়। (উভয়ে যুদ্ধ)

দুর্য্যো। রে দুর্মতি! এইত তোর বীরত্ব, এতেই এত অহঙ্কার প্রকাশ কচ্ছিলি। পাপিষ্ঠ! তোর যত সাহস যত বল সব জানা গেল।

অর্জ্জু। রে অহঙ্কার উন্মত্ত কুরুকুলাধম! আমি যদি মনে করি, তবে এখনি তোকে বিনাশ কর্ত্তে পারি। কিন্তু তা হলে ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা বিফল হয়। দুষ্ট! কেবল সে জন্যই তুই পরিত্রাণ পেলি। পাপমতি! তোর মনে নাই সভামধ্যে যখন পাঞ্চালীকে উরুদেশ দর্শন করিয়ে ছিলি? ভারত সমরে ভীমসেন তোর উরুভগ্ন করবে। এই জন্য আমি তোকে মুক্তি প্রদান কল্লেম। (পুনর্ব্বার যুদ্ধ)

দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। পার্থ! বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হয়েছে সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। অর্জ্জুন! এখন এক কাজ কর, চল ক্ষণকাল বিশ্রাম করা যাগ্।

অর্জ্জু। (ক্ষণকাল চিন্তা) বাসুদেব! আপনি আমাদের একমাত্র আশ্রয়, আমরা যে এই ভয়াবহ ভারত সমরে প্রবৃত্ত হয়েছি, সে কেবল আপনার সাহস ও আপনার বলে। আপনি যদি আমাদের প্রতি এরূপ কৃপা প্রকাশ না কর্ত্তেন, আপনি যদি আমাদের সারথি না হতেন, তা হলে কখনই আমরা এই সমর সাগরে অবতরণ করিতাম না। আপনি এখন যদি একথা বলেন তা হলে বোধ করি আমার মনবাসনা পূর্ণ

হবে না। আর আমি বিষম প্রতিজ্ঞা ভার হতে মুক্তহতে পারব না। সূর্য্যদেব ত প্রায় অস্তগত, এখনো যে, সেই দুর্ম্মতি পুত্রহন্তা জয়দ্রথ কোথায় ? তার কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, আমার মতে আর বিশ্রামের আবশ্যক নাই। চলুন এই সকল কুরুসেনা ভেদ করে, পাপিষ্ঠের উচিত সাজা দেওয়া যাক্।

কৃষ্ণ। (সহাস্যে)

কেন হে ভাবিছ তুমি, পার্থ মহাবীর,
ভারত সমরে আমি, করিয়াছি স্থির ;
প্রতিজ্ঞা সফল তব, অবশ্য হইবে,
দুষ্ট জয়দ্রথে তুমি, অবশ্য মারিবে ;
যখন জীবিত আমি, ওহে ধনঞ্জয় !
অকারণ কেন পার্থ ! করিতেছ ভয় ?
মরিবে মরিবে আজ্, অবশ্য মরিবে,
জীবিতে সে দুষ্ট! সূর্য্য, অস্ত না হইবে ;
বিশ্রাম করিবে চল, ওহে ধনুর্দ্ধর,
ক্ষণেক বিলম্বে আসি, করিবে সমর ;
চল চল চল ভাই বিলম্বে কি ফল,
তোমার প্রতিজ্ঞা কভূ, না হবে বিফল ;

অর্জ্জু। ওহে সখা তব বাক্য, সত্য আমি মানি,
কিন্তু দেব ! অস্তগত, দেখ দিন মণি ;
কি জানি কি কর সখা, না পারি বুঝিতে,
চক্রধারি তব চক্র, জানি ভাল মতে ;
এই আমি ত্যজিলাম, খর ধার অসি,
চল চল চল হরি, তব সঙ্গে পশি ;

যা ইচ্ছা তোমার মনে, তাহাই করিবে,
না হয় অর্জ্জুন আজ্, অনলে পশিবে ;

কৃষ্ণ। একি বিবেচনা তব, ওহে ও অর্জ্জুন,
কেন ভীত চিত্ত এত, ধরে ধনু তূণ ;
যতক্ষণ বেঁচে আমি, আছি মহারথি,
দেখিবে কৌরব কুলে, কি হইবে গতি ;
কেন বৃথা চিন্তা নিয়ে, হতেছ মগন,
পুত্র শোকে কেন এত, বিচলিত মন ;
তব পুত্র হন্তা সেই, সিন্ধুদেশ পতি,
সমরে বিনাশ হবে, অদ্য মহামতি ;

অর্জ্জু। চল তবে চল সখা, বিশ্রাম আগারে,

কৃষ্ণ। ভয় কি অর্জ্জুন তব, এঘোর সমরে ;

অর্জ্জু। তব আজ্ঞা শিরধার্য্য ! ওহে মহামতি !

কৃষ্ণ। সমরে সবার হবে, বিষম দুর্গতি ;

অর্জ্জু। বিলম্বে কি কাজ্ আর, ওহে মহামতি,

কৃষ্ণ। চল তবে যাই চল, পার্থ মহারথি ?

উভয়ের প্রস্থান

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়। (দুঃখিতান্তঃকরণে)
কেন হেন কার্য্যে উন্মত্ত হইনু,
অকারণ কেন কুমারে বধিনু ;
পূর্ব্বে না বুঝিয়া করিনু কি কাজ্,
তাই এ সমরে হলো এত লাজ ;
অন্যায় সমরে করিয়ে সংহার,
এতেক যন্ত্রনা হইল আমার ;

আমারে কহিল দ্রোণ মহামতি,
ভয় না করিহ ওহে সিন্ধুপতি ;
কি হলো এখন কি হইল মোর,
এখন বিপদ হইল যে ঘোর ;
কি করি এখন ভাবিয়ে না পাই,
ভাবিলাম যাহা হইল যে তাই ;
অর্জ্জুনের হাতে রক্ষা নাই আর,
অদ্যই নিশ্চয় হইব সংহার ;
পার্থের প্রতিজ্ঞা অন্যথা কি হবে,
তীক্ষ্ণ অসিঘাতে অবশ্য বধিবে ;
তাহার প্রতিজ্ঞা বিফল কি হয় ?
মরিব, মরিব, মরিব নিশ্চয় !

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। কেন সিন্ধুপতি চঞ্চল হৃদয় ?
কারে এ সময়ে করিতেছ ভয় ;
আমার নিকট রক্ষা কেবা পাবে,
যমের বাড়ীতে সকলেই যাবে ;
ক্ষত্র বীর হয়ে ত্রাসিত হতেছ,
কার ভয়ে তুমি এতই ভাবিছ ;
ঐ দেখ সূর্য্য অস্তগত প্রায়,
এখনি মরিবে সেই দুরাশয় ;
বীরোচিত কার্য্য কর সিন্ধুপতি,
অর্জ্জুনে বধিতে স্থির কর মতি ;

জয়। ওহে মহারাজ ! বলি শুন তবে,
অর্জ্জুনে জিনিবে কেবা এই ভবে ;
তাহারে সমরে কে পারে জিনিতে,
মহাবীর সেই পার্থ অবনীতে

শূলপাণি সহ যে করে সমর,
যার ভয়ে ভীত অসুর অমর;
তাহারে জিনিবে তুমি দুর্য্যোধন,
এতে কি প্রবোধ মানে মম মন;
আপনি শ্রীহরি সহায় যাহার,
কে পারে তাহারে করিতে সংহার;
আপনার কাল আপনি করেছি,
আপনার মৃত্যু আপনি ডেকেছি;
নিজ হাতে বিষ করিয়াছি পান,
পালাতেম যদি লইয়ে পরাণ;
তা হলে কি এত অনর্থ হইত,
তবে কি অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিত;
অভিমন্যু যবে সমরে পতন,
ব্যূহ দ্বার যদি না রাখি তখন;
তবে কি কুমারে বধিবারে পারে,
কেন বা অর্জ্জুন রবে রোষভরে;
কেন বা অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিবে,
কেন বা আমারে মরিতে হইবে;
শুন মহারাজ! কুরু মহামতি,
ঐ দেখ পুন পার্থ মহারথি;
লয়ে খর অসি, ধাবিত হতেছে,
আমার অন্তর এখনি কাঁদিছে;

কুরুপতি! আমিত পূর্ব্বেই বলে ছিলাম, যে অর্জ্জুনকে পরাস্থ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। পৃথিবীতে এমন কোন যোদ্ধা বা বীর নাই যে, সেই গাণ্ডীবধারি অর্জ্জুনকে পরাজয় করে। দুর্য্যোধন! তুমি স্বচক্ষে দেখ্‌লেত মহাবীর আচার্য্যকে সমরে পরাজয় করে, কত কত যোদ্ধাকুলকে নি-হত পুর্ব্বক ব্যূহ ভেদ করেছে। ক্ষণকাল পরেই আমার মস্তক ছেদন করবে। আমিত পুর্ব্বেই বলে ছিলাম যে,

অর্জ্জুন যেন তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করে, লক্ষ গ্রহণ না করে? কিন্তু ঐ দেখ মহাবীর অর্জ্জুন পুত্রশোকে একেবারে অধৈর্য্য হয়ে রোষিত বিষধরেরমত অসি হস্তে আমারই দিকে আস্‌ছে। সে তোমাদের সকলের সাক্ষাতে আমাকে শমনালয়ে পাঠাবে, তোমাদের কারো এমন ক্ষমতা থাক্‌বে না যে, আমায় রক্ষা কর। আমি যদি সেই সময় পালাই, তা হলে ভালই হয়। আমি আগে না বুঝ্‌তে পেরে আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে এনেছি। আমি কেবল তোমার কথায় বিশ্বাস করে তোমাদের বীরত্বে নির্ভর করে শেষে আমার এই বিষম বিপদ উপস্থিত হলো।

বেগে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। সখা! আর কেন, ধর ধনুর্ব্বাণ,
ঐ দুরাশয়ের, বধহ পরাণ;
কি কাজ বিলম্বে, মার পাপমতি,
সূর্য্য অস্তগত, হবে শীঘ্রগতি;
যেমন মেরেছে, অন্যায় সমরে,
তেমনি মারহ, শীঘ্র দুরাচারে;

অর্জ্জু। আর কোথা যাবে, এখনি বধিব,
পুত্র শোকানল, এখনি নিভাব;
রাজা দুর্য্যোধন, কি করিবে এবে,
মারিব এখনি, কোথায় পালাবে;
অভিমন্যু পুত্রে, মেরেছে যেমন,
তেমনি মারিব, সিন্ধুর রাজন;
ওরে দুষ্টমতি, বলনা কি হবে,
এখনি যমের, বাড়িতে যে যাবে;
কার বলে তোর, এত অহঙ্কার,
কার বলে তুমি, বধেছ কুমার;
সে মত সবার, দুর্দ্দশা করিব,
তবেত আমার, আশা পুরাইব;

ওহে দুষ্টমতি, কি হয় এখন ?
অর্জ্জুন সমরে, রাখ হে জীবন ;
মোর প্রতিজ্ঞা, অন্যথা না হয়,
এবারে তোমায়, বধিব নিশ্চয় ;
এস একবার, অগ্রসার হও,
অর্জ্জুন সমুখে, আসিয়ে দাড়াও ;

জয়। শুন কুরুপতি, হও সাবধান,
রাখিবারে যদি, চাহ নিজ প্রাণ ;
এ ঘোর সমরে, নিবৃত্ত হইবে,
তবে এ সমরে, রক্ষা তব হবে ;
নতুবা যতেক, কৌরবেরগণ,
ভারত সমরে, নিশ্চয় নিধন ;
পাণ্ডবের সহ, করহ মিলন,
তবেত বাঁচিবে, ওহে দুর্য্যোধন ;

অর্জ্জুন। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া)
দুষ্ট ! আজ তোর, নাহিক নিস্তার,
এই খড়্গাঘাতে, করিব সংহার ;

(অসি দ্বারা আঘাত)

এই দুষ্ট তোর, সাধ পূর্ণ হলো,
অভিমন্যু শোক, আজ্ বুঝি গেল ;

জয়দ্রথের পতন।

শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ বাদন।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।